২৮-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা উঠতে বসতে সব কর্তব্য কর্ম পালন করেও চুপ থাকো, বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে, তার জন্য গান কবিতা ইত্যাদিরও প্রয়োজন নেই "

প্রশ্নঃ- বাবাকে লিবারেটার (উদ্ধার কর্তা) বললে কোন্ কথাটি প্রমাণিত হয়ে যায় ?

উত্তর :- বাবা যদি এই দুঃখ থেকে এই বিকার থেকে মুক্ত করেন, উদ্ধার করেন তবে এই বিপদে ফেলেছে সে অন্য কেউ। উদ্ধার কর্তা কখনও বিপদে ফেলেনা। ওঁনাকে বলাই হয় দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা সুতরাং উনি কাউকে দুঃখ দেবেন কিভাবে। বাচ্চারা দুঃখের সময়ে বাবাকে স্মরণ করে। দুঃখ তো দেয় রাবণ। মায়া রাবণ অভিশম্পাত করে। বাবা আসেন স্বর্গের অধিকার দিতে।

গান :- যে জন প্রিয়তমের সাথে রয়েছে।

ওমশান্তি। এই জ্ঞান মার্গে গান, কবিতা, ডায়লগ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এই সব ভক্তি মার্গে প্রচলিত। এখানে শুধু বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নেওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিটি কথা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে আর সেসব হল সহজ কথা। অর্থাৎ এই জ্ঞান হল খুবই সহজ। একটি পয়েন্ট নিয়েই মানুষ পুরুষার্থ করতে আরম্ভ করে। গান শোনার কবিতা রচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহস্থে থাকতে হবে, ব্যবসা ইত্যাদি করতে হবে। বাবা বলেন সেসব কর্ম করে তোমরা আমার কাছে স্বর্গের অধিকার নেবে কিভাবে। বাবা বলেন উঠতে বসতে সকল কর্ম করাকালীন চুপ বা নীরব থাকতে হবে। অন্তরে বিচার করবে, বাবা যা বুঝিয়েছেন সব কথা খুব সহজ বোধগম্য কথা। নতুন দুনিয়াকে পুরানো হতে সময় লাগে। পুরনোকে নতুন হতে এত সময় লাগেনা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় --- বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন , সেই সৃষ্টি পুরানো হয়। সুখ ও দুঃখের দুনিয়া রয়েছে ঠিকই কিন্তু সুখ কে দেয় আর দুঃখ কে দেয় - এই কথাটি কেউ জানেনা। নিশ্চই সবকিছু তৈরী হয়েই রয়েছে। এই চক্র থেকে বের হওয়া কঠিন। একেই বলে হয় ড্রামা। নাটক না বলে ড্রামা বলা ভালো। নাটকে বদল হওয়া সম্ভব । কাউকে বের করে কাউকে ঢোকানো যেতে পারে। প্রথমে নাটক ছিল বাইস্কোপ এখন হয়েছে। বাইস্কোপে যা শ্যুটিং করা হয় তাই রিপিট হয়। এই বাইস্কোপ বের হয়েছে --- এই জ্ঞান পূর্ন রূপে বোঝার জন্যে। নাটকে তফাৎ হতে পারে। বাইস্কোপে তফাৎ হবেনা। এই হল একটি গল্প - নতুন পবিত্র দুনিয়া আর পুরানো পতিত দুনিয়ার। শুধু মানুষ জানে না যে ড্রামার আয়ু কত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশাল আয়ু দিয়েছে তারা। মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারেনা।

নতুন দুনিয়ায় কত বিচক্ষণ, ধনবান , পবিত্র ছিল সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। বাবা আজ এইভাবে কেন বোঝাচ্ছেন ? যাতে বাচ্চারাও এভাবে বক্তৃতা দিতে পারে। সর্ব প্রথম ভারতের মহিমা বর্ণনা করতে হবে। ভারতকে এমন কে রচনা করেছে ? তাহলেই মহিমা হবে পরম পিতা পরমাত্মার, যাঁকে সবাই স্মরণ করে। কেন স্মরণ করে ? কারণ পুরানো দুনিয়ায় দুঃখ বেশী আছে। দুঃখ প্রদানকারী হল পাঁচ বিকার। সত্যযুগ ত্রেতাকে সুখ ধাম বলা হয়। সেসব হলই ঈশ্বরীয় স্থাপনা। এ হল অসুরী স্থাপনা, যাতে মানুষ পাঁচ বিকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে বাবা হলেন উদ্ধারকর্তা। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি বিকারে লিপ্ত করতে পারেন না। ওনার নামই হল দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। ওঁনাকে আমরা দুঃখ কর্তা বলতে পারিনা। এই তথ্য কারো জানা নেই যে দুঃখ প্রদানকারী হল এই পাঁচ

বিকার – যে পাঁক থেকে বাবা আমাদের উদ্ধার করেন। এ কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে । এইসময় সম্পূর্ন দুনিয়ায় রাবণের রাজত্ব । শুধু শ্রীলঙ্কার কথা নয়। মানুষের নিজস্ব পৃথক মতামত রয়েছে। যার বুদ্ধিতে যা আসে সে লেখে। তেমনই হল এই সব শাস্ত্র। নিজের নিজের শাস্ত্র রচনা করেছে। মানুষ তো কিছুই জানেনা। ভগবানুবাচ --- এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া যজ্ঞ তপ ইত্যাদি করা যা কিছু তোমরা করেছ সেসব অবরোহন কলায় নিয়ে এসেছে। যা কিছু রচনা করেছ সব নিজের পতনের জন্যে। তোমরা মতামত পেয়েছ পতনের, কারণ হলই তো অবরোহন কলা। পবিত্র দুনিয়া ছিল , এখন পতিত দুনিয়া হয়েছে। অর্ধকল্প নতুন দুনিয়া, অর্ধকল্প পুরানো দুনিয়া। যেমন ২৪ ঘন্টা হয়, ১২ ঘন্টা দিন পূরণ হলে রাত্রি হয়। ঠিক তেমনই গায়ন আছে ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত্রি। বিষ্ণুর দিন রাত্রি বলা হয়না। এইসব কত গুহ্য কথা। বাবা না বোঝালে কেউ বোঝাতে পারবেনা। বাবা বোঝান এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় যেতে হবে। এখনো আমাদের বাদশাহী স্থাপন হয়েছে কোথায়। বাবা কত সহজ করে বাচ্চাদের বোঝান , শুধু মাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হতে হবে। এইসব কথা তোমরা অবলারাই বুঝবে। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়ার রচয়িতা হলেন বাবা। নতুন দুনিয়া যদি স্বর্গ ছিল তবে নরক সৃষ্টি কে করল ? রাবণ করেছে। রাবণ কে ? এই রহস্যও তোমাদের বোঝানো হয়েছে। কোনো বিদ্বান বা পন্ডিত বুঝতে পারবেনা তারা তো বলে দেয় এই জগৎ মিথ্যা। সবকিছু কল্পনা। তোমরা বোঝাতে পারো যদি জগৎ রচনা হয়ই না তবে তোমরা কোথায় বসে আছে ? এই যে বিশ্ব সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তার সম্পূর্ন জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। জ্ঞান না থাকার দরুন বলে দেয় সবকিছুই হল মিথ্যা, যে যা শোনাচ্ছে সবই সত্য। তোমরাতো একটি কথাতেই খুশী হও। বাবা খুব ভালো করে বোঝান। বাবা অর্ধকল্পের জন্যে স্বর্গের অধিকার দেন , তারপর রাবণের কাছে সব হারায়। এটাই তো খেলা।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন ঈশ্বরের হয়েছি এবং ওনার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। এই চিত্র গুলি খুবই অর্থপূর্ণ, সবার কাছে এমন চিত্র থাকা উচিত। বড় বড় চিত্র দেখে বোঝানো সহজ। চক্র সামনে থাকবে। সঙ্গম যুগ সামনে থাকবে। কলিযুগ হল কালিমাময় , পতিত। তাতে লৌহ সম খাদ পড়ে কালো হয়েছে। ভারত গোল্ডেন এইজ ছিল। এখন আয়রন এইজ থেকে পরিবর্তন হতে হবে। সেটার স্থাপনা এইটির বিনাশ হওয়া উচিত। গায়ন ও আছে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন ত্রিমুর্তি। ত্রিমুর্তির অর্থ কেউ বোঝেনা। পথের নামও ত্রিমুর্তি রাখা হয়। বাস্তবে ত্রিমুর্তি হল ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, এই তিন দেবতারা হলেন আলাদা আলাদা। এনাদের চেয়েও উচ্চ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি সবই করান। ওঁনাকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের চেয়েও উপরে রয়েছেন তিনি – নিরাকার ভগবান। পিতা যেমন নিরাকার আমরা আত্মারাও তেমন ভাবেই হলাম নিরাকার। আমরা এখানে এসেছি পার্ট প্লে করতে। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশ ছিল। একে অপরের পরে রাজত্ব করেছেন। তাই স্বর্গের মহিমা শোনাতে হবে। ভারত কত ধন সম্পদ বহুল ছিল। পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি ছিল। কখনও অকালে মৃত্যু ছিলনা, নতুন দুনিয়া ছিল। বাবা নতুন দুনিয়ার রচনা করেছিলেন। বাবা ১৬ কলায় সম্পন্ন করেন। বলেন বাচ্চারা মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো। এই হল ভগবানুবাচ। ওঁনাকে পতিত পাবন বলা হয়। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। তাহলে গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে কেন ! কেউ সাক্ষাৎকার করেছে , তাতেই বলা হয়েছে এই হল কৃষ্ণের রূপ। দুনিয়ায় অনেক রকমের মানুষ আছে। কারো ভাব ধারা মনে ছাপ ফেললে তার লকেট বানিয়ে গলায় পড়ে নেয় । গুরুর লকেট পরে গুরুকে স্মরণ ক'রে। ব্যাস, ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী

তারপর তো গুরুও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকেনা। এমন অনেক আছে। বাবা তোমাদের পুরানো দুনিয়া ও নতুন দুনিয়ার রহস্য বুঝিয়েছেন। বাবা বসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এখন সবাই বাবাকে আহ্বান করে। এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করুন অথবা আমাদের পবিত্র করে নিয়ে চলুন। ধাম হল দুটি --- নির্বান ধাম ও সুখ ধাম । সন্ন্যাসীরা মুক্তির জন্য জ্ঞান দান করেন , জীবন মুক্তির জন্যে দিতে পারেন না। তোমরা হলে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা , যারা পূজারী হয়েছ এখন পূজ্যে পরিণত হবে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের রাজপুত্র, ওনার মহিমা আছে। কুমার কুমারীদেরই মহিমা হয় কারণ তারা পবিত্র হয় কিনা। নইলে কৃষ্ণের চেয়ে রাধার মহিমা বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা কেউ জানেনা। প্রথমে রাধা পরে কৃষ্ণ কেন ! বলা হয় রাধা কৃষ্ণ । কৃষ্ণ রাধা কেউ বলেনা। মনে করে পুত্র সন্তান হল সম্পত্তির অধিকারী হয় তাই কৃষ্ণের মহিমা বেশী রয়েছে। এখানে তোমরা সকলেই হলে সন্তান ।

বাবা বলেন --- যত পুরুষার্থ করবে তত নিজের জন্যে উচ্চ পদের অধিকারী হবে --- কল্প কল্পান্তরের জন্যে। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। পুরুষার্থ করে তোমরা উচ্চ পদ লাভ করতে পারো । বিদেশে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে আনন্দ উৎসব পালন করে । এখানে পুত্র সন্তানের জন্ম হলে খুশী হয়। প্রত্যেকের পৃথক নিয়ম । সুতরাং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বাবা স্বর্গের অধিকার দেন , মায়া অভিশাপ দেয়। তিনি হলেন গডফাদার স্বর্গের রচয়িতা। কৃষ্ণের জন্যে বলা যাবেনা , পরমাত্মা নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। সহজ জ্ঞান এবং যোগ উনি শেখান। এমনভাবে তোমরা বক্তৃতা পরিবেশন করতে পারো। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে খন্ডন করা হয়েছে। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা, না কি কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন রচনা। উনিও পিতার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করেন। সেটি কিভাবে, এসো বোঝাই। যে কোনো একটি বিশেষ নির্বাচন করে বোঝাও। পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া বোঝালে সব বোঝানো হয়ে যায়। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। সে সবের মাঝেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। কত বোঝানো হয়, এই পাঁচ বিকার ত্যাগ করো। বাড়িতেও কারো উপরে রাগারাগি কোরো না। এমন ভাবনা আসা উচিত যেমন কর্ম আমরা করবো , আমাদের দেখে সবাই করবে। আমি বিকারী হলে অন্যরাও বিকারী হবে। বাবা আদেশ করেন এবারে পবিত্র হও। স্ত্রীকেও পবিত্র করো। কখনো কারো উপরে ক্রোধ কোরো না । তোমাকে দেখে অন্যরাও করবে। পুরুষ হল রচয়িতা তাই স্ত্রীকে বোঝানো উচিত। তারপরেও যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে আর উপায় কি । বোঝাতে হবে যে পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। বাবা বোঝান তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছ কিভাবে। প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান পবিত্র ছিলে। পরবর্তীকালে রজো ও তমো প্রধান হয়েছ। এবারে আবার তোমরা আমায় স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হবে। গীতায় যা আছে, তা তো ভগবানই বলছেন। গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়ার ফলে ওনার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী ওখানেই শেষ হয়ে যায় । এ সব বোঝানোর জন্যে সাহস থাকা প্রয়োজন। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা ভাবে আমরা তো শিববাবাকে স্মরণ করি, ওঁনার দ্বারাই সকলের কল্যাণ হবে। ভুল করলে বাবা ইশারা দেবেন। কিন্তু অনেকেই নিজেদের মধ্যে নুন-জল (লবনাক্ত) হয়ে যায়, যা একেবারেই উচিত নয় (বাবা বলেন ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে) । বোঝানো হয় এমন কোরোনা। কেউ তো এমনও আছে একে অপরকে সম্মানটুকু দেয় না। গুরুজনদের সাথে তুমি বলে সম্বোধন ক'রে। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। অমুক সেন্টারটি খুলছে - তো আমরা সেখানে গিয়ে সার্ভিস করবো। আজ্ঞা বা আদেশ ছাড়াই যে সার্ভিস করে সেই হল দেবতা। আদেশ পেয়ে করে সে মানুষ , আদেশ পেয়েও যে না করে তো .... আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সর্বদা এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা যেমন কর্ম করবো, আমাদের দেখে অন্যরাও করবে তাই কখনো শ্রীমতের বিপরীতে বিকার বশতঃ কোনো কর্ম করবে না ।

২) সার্ভিসের শখ রাখতে হবে। আদেশ ছাড়াই সেবা করতে হবে। কখনো নিজেদের মধ্যে নুন - জল হবে না ।

বরদান :- নিজের ভরপুর স্টক দ্বারা খুশীর খাজানা বিতরণকারী হিরো হিরোইন পার্টধারী হও।

ব্যাখা: সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ আত্মাদের কর্তব্য হল সর্বদা খুশী থাকা এবং খুশী দেওয়া। কিন্তু তারজন্য খাজানা ভরপুর থাকা চাই। এখন যেরকম স্পর্শকাতর সময় আসতে থাকবে সেই সময় অনুযায়ী অনেক আত্মারা তোমাদের কাছে অল্প সময়ের খুশীর খোঁজে আসবে। তখন এতটাই সেবা করতে হবে যাতে কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায় । তার জন্যে চেহারায় থাকবে সদা খুশীর ঝলক , কখনো মুড অফ করা, মায়ার কাছে পরাজিত হওয়া, মন ভেঙে যাওয়া চেহারা নিয়ে থাকবেনা। সদা খুশী থাকো আর খুশী দিতে থাকো --- তবেই বলা হবে হিরো হিরোইন পার্টধারী।

শ্লোগান :- একে অপরের মতামতের সম্মান করাটাই হল সংগঠনকে এক সূত্রে বেঁধে রাখা।